



## 20759 - বুকেরে দুধ পান করানোর বধিান ও এত্বে অন্তর্নহিতি প্রজ্ঞা

### প্রশ্ন

দুগ্ধপোষ্য শশিকে কীমায়েরে দুধ খাওয়ানো ওয়াজবি, য়ে শশিু খাবার খতে পারে না?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

হ্যাঁ; যদি শশিু বুকেরে দুধেরে মুখাপকেষী হয় তাহলে মায়েরে জন্য ঐ শশিকে দুধ পান করানো ওয়াজবি।

আল-মাউসুয়াতুল ফকিহিয়া (২২/২৩৯) গ্রন্থে এসছে: ‘ফকিহবদিদেরে মাঝে এ ব্যাপারে কোন মতভদে নাই য়ে, শশিু দুধ পানেরে বয়সে থাকাকালে যতদনি সে বুকেরে দুধেরে মুখাপকেষী থাকবে ততদনি তাকে দুধ পান করানো ওয়াজবি।’

দুগ্ধপোষ্য শশির দুধ পান করার অধিকার শরীয়তে সাব্যস্ত। যার উপর এই অধিকার প্রদান করা ওয়াজবি তাকে এই অধিকার অবশ্যই তার কাছে পৌঁছাতে হবে। ফকীহরা স্পষ্ট বলছেন য়ে, দুগ্ধ পান করা ‘শশির অধিকার’।

কারণ হিসাবে তারা বলছেন: ‘বড়দেরে জন্য খোর-পোষ যমেন, শশির জন্য দুধ পান করানো তমেন।’

তাদেরে বক্তব্য সত্য এবং এর সপক্ষে কুরআনেরে প্রমাণ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “সন্তানেরে পতিকে যথোচতিভাবে মায়দেরে খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে হবে।” সন্তানকে য়ে দুধ পান করাবে, আল্লাহ পতির উপরে তার খরচ দেওয়া ওয়াজবি করে দিয়েছেন। কারণ দুধ-মা তার দুধ পান করানোর মাধ্যমে সন্তানেরে পটে খাদ্য পৌঁছে দেয়। সুতরাং যনি দুধ পান করাচ্ছেন তার জন্য খরচ করা প্রকৃতপক্ষে সন্তানেরে জন্য খরচ করা। শারহু মুন্তাহাল ইরাদাত গ্রন্থে এসছে: ‘যার উপর কোনো ছলে বা ময়ে শশির খরচ দেয়া ওয়াজবি, তার উপর ঐ শশিকে দুগ্ধ দানকারী নারীর খরচ দেয়াও ওয়াজবি। কারণ দুগ্ধদানকারী নারীর শরীর থেকে তরৈ দুধেরে মাধ্যমে শশির খাদ্যেরে ব্যবস্থা হয়। আর সেই দুধেরে ব্যবস্থা হয় খাদ্য খাওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং দুগ্ধদানকারী নারীর জন্য খরচ করা ওয়াজবি, কনেনা প্রকৃতপক্ষে তা সন্তানেরে জন্য।’[আল-মুফাস্সাল ফী আহকামলি মারআ: ৯/৪৬৪]

আলমেগণ এই মরমে ইজমা করছেন য়ে, ববাহ হারাম হওয়া, মাহরাম হওয়া, দখো দেওয়া জায়যে হওয়া ও নরিজনে একত্রতি হওয়া বধৈ হওয়ার ব্যাপারে দুগ্ধপান করানোর প্রভাব রয়েছে। কন্তি, খোর-পোষ দেওয়া ওয়াজবি হওয়া, পরস্পর ওয়ারশি হওয়া বা ববাহেরে অভভাবক হওয়ার ক্ষত্রে এর কোন প্রভাব নই।



দুগ্ধপানরে মাধ্যমে মাহরাম হওয়া ও আত্মীয় হওয়ার অন্তর্নহিতি প্রজ্ঞা স্পষ্ট। দুগ্ধপোষ্য শিশু যখন এই নারীর দুধ পান করছে তখন শিশুর শরীরের মাংস এই দুধের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে। ফলে শিশুটির সাথে তার রক্তের সম্পর্কের মত সম্পর্ক হয়ে গেলে।

এ কারণে আলমেরা কাফরে, ফাসকি ও দুশ্চরিত্রা নারীদের দুধ পান করানো মাকরুহ তথা অপছন্দনীয় বলে গণ্য করছেন। এছাড়া সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত নারীর দুগ্ধপান করানোও তারা অপছন্দ করছেন। কেননা রোগটি শিশুর মাঝে সংক্রমিত হয়।

আলমেগণ দহৈকিভাবে ও চরিত্রিকিভাবে সুন্দরী নারীর দুগ্ধ পান করানোকে মুস্তাহাব তথা পছন্দনীয় মনে করেন। কারণ দুধপান শিশুর স্বভাবপ্রকৃতি পরবর্তন করে দেয়।

সর্বোত্তম হলো শিশুকে তার মা ছাড়া অন্য কউ দুধ পান করাতে না। কারণ মায়ের দুধ অধিক উপকারী ও তৃপ্তদায়ক। আর কখনও মায়ের উপর শিশুকে দুধ পান করানো ওয়াজবি হয়ে যেতে পারে, যদি শিশু নিজের মা ছাড়া অন্য কারো স্তন গ্রহণ না করে।

ডাক্তারেরা মায়ের দুধের ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করে থাকেন; বিশেষতঃ শিশুর প্রথম মাসগুলিতে।

আল্লাহ মায়ের দুধকে শিশুর খাদ্য বানানোর মধ্যে অন্তর্নহিতি প্রজ্ঞার বিষয়টি আমাদের কাছে অভিজ্ঞতা, ডাক্তারি গবেষণার রিপোর্ট ও ডাক্তারদের উপদশাবলীর মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

মাতৃদুগ্ধ পান করানোর ডাক্তারি উপকারিতা:

মাতৃদুগ্ধ পান করানোর বশে কিছু ডাক্তারি উপকারিতা রয়েছে। আল্লাহ তাঁর কিতাবে এর নরিদশে প্রদান করে বলেন:

“মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পুরো দুই বছর দুধ পান করাবে। এটা তাদের জন্য যারা দুধ পান করানোর ময়োদ পূর্ণ করতে চায়।”

এভাবে আল্লাহ শিশুর মাতৃ দুধ পান করার অধিকারের সদিধান্ত দিয়েছেন। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার চৌদ্দশ বছর পরে আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য সংস্থার মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একের পর এক ঘোষণা দিয়ে মায়দেরকে সন্তানকে দুধ পান করাতো আহ্বান করছে। অথচ ইসলাম চৌদ্দশ বছর আগাই এই নরিদশে প্রদান করেছে।

শিশুকে দুধ পান করানোর অন্যতম উপকারিতা হলো:

১- মায়ের দুধ খাঁটি ও জীবাণুমুক্ত।



- ২- গরু, ছাগল বা উট থেকে দোহনকৃত দুধ মায়ের দুধের মতো নয়। মায়ের দুধ এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যেন সঠিক জন্মের পর থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত দিনের পর দিন শিশুর পর্যায়ক্রমিক প্রয়োজন পূরণ করতে পারে।
- ৩- মাতৃদুগ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন ও সুগার থাকে যা শিশুর জন্য পুরোপুরি উপযোগী। অন্যদিকে গরু, ছাগল বা মহষের দুধে থাকা প্রোটিন শিশুর পাকস্থলীর জন্য হজম করা কঠিন। কারণ সে প্রোটিনগুলো ঐ সমস্ত পশুর বাচ্চাদের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ৪- যত শিশুরা মায়ের দুধ পান করে বেড়ে ওঠে তাদরে বৃদ্ধি ঐ সমস্ত শিশুর চেয়ে দ্রুত এবং পূর্ণাঙ্গরূপে হয়, যাদেরকে দুধের বোতল দেওয়া হয়।
- ৫- মা ও শিশুর মাঝে মানসিক ও আবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
- ৬- শিশুর পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান মায়ের দুধে থাকে, যা শিশুর শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণে ও রূপে থাকে এবং এটি শিশুর হজম ও চোষন ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। পুষ্টির উপাদানগুলো স্থিতিশীল নয়। বরং শিশুর চাহিদা অনুসারে দৈনন্দিন পরিবর্তিত হয়।
- ৭- বুকের দুধ উপযুক্ত তাপমাত্রায় থাকে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিশুর চাহিদা পূরণ করে এবং যেকোনো সময় এটি সুলভ।
- ৮- মায়ের গর্ভধারণ রোধ করার প্রাকৃতিক উপায়গুলোর মাঝে অন্যতম হচ্ছে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ানো। এটি জন্মনয়নিত্রণ বডি, আইইউডি (IUD) বা ইনজেকশন ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট সমূহ জটিলতা থেকে মুক্ত। [তাওদীহুল আহকাম (৫/১০৭) গ্রন্থ থেকে সমাপ্ত]